# নারীকণ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের মুখপত্র

এপ্রিল-জুন ২০১০

## সম্পাদকীয়

২০০৮ সালে ভারপ্রাপ্ত পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন এপ্রিল মাসে দু'বছর পূর্ণ করল। এই মুহূর্তে আমাদের হয়ত একবার পিছন ফিরে তাকানো দরকার। আগেকার কমিশন যে কাজগুলি হাতে নিয়েছিলো তার বহমানতা আমরা কতটা রক্ষা করতে পারলাম, নতুন কাজই বা কি শুরু করলাম, তার একটা হিসাব এখন করা যেতে পারে। কমিশনের পক্ষ থেকে এইটুকু জানাতে চাই যে এই বহমানতা পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের একটি বিশিষ্ট চরিত্র। ১৯৯৩ সাল থেকে কমিশনের কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের যাঁরা পূর্বসুরী ছিলেন তাঁরা অবসর গ্রহণ করেছেন, কিন্তু কমিশনের যে কাজের ধারা তাঁরা তৈরি করে দিয়ে গেছেন তা পরবর্ত্তীদের কাছে পাথেয় হিসাবে থেকে গেছে। এছাড়াও কমিশন গোড়া থেকেই কাজ করেছে নারী সংগঠন ও যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মেয়েদের নিয়ে কাজ করে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে। আমাদের রাজ্যে যে মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্রগুলি আছে তাদের কাছ থেকেও কমিশন প্রয়োজনমত সাহায্য ও পরামর্শ নিয়েছে।

প্রাক্ আইনি অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্র, লাইব্রেরী ও আর্কাইভ এবং নিয়মিত জেলা এবং জেলার নারী আবাসন ও সংশোধনাগারগুলি পরিদর্শন করার যে কাজ সেগুলি কমিশন করে চলেছে। কিন্তু তাছাড়াও বিগত দু'বছরের আগের কাজ থেকে উদ্ভূত কিছু কর্মসূচি এবং কিছু নতুন কর্মসূচি আমরা নিয়েছি। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় গর্ভস্থ ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ নিবারণে যে আইন তা কতটা কার্যকরী হচ্ছে তা নিয়ে আমাদের সমীক্ষার। ২০০৮-০৯ সালে স্বাস্থ্য দপ্তরের সহায়তায় আমরা কলকাতায় এই আইন রূপায়নের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় একটি সমীক্ষা করেছি। তার রিপোর্ট স্বাস্থ্য দপ্তর গ্রহণ করেছেন এবং আমাদের সুপারিশগুলি কার্যকরী করার আশ্বাস দিয়েছেন। ২০০৮-এর আগে পশ্চিমবঙ্গে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী নিয়ে আমরা যে বড় কাজটি করছিলাম এই সময়ে তা সম্পূর্ণ করে আমরা আমাদের দেখা পরিস্থিতি, তার সমস্যা ও সমাধানের সুপারিশ রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দিই। তার ভিত্তিতে রাজ্য সরকার একটি সামগ্রিক নীতি নির্দ্ধারক কমিটি তৈরি করে স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি সংক্রান্ত দপ্তরকে আরো বেশি ক্ষমতা দেবার উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়া ২০০৮ সালে আমরা যে নতুন কাজ হাতে নিয়েছি তা গার্হস্থ্য হিংসায় নারী সুরক্ষা আইনটির রূপায়নকে কেন্দ্র করে। এই আইনটির জন্মলগ্ন থেকেই মহিলা কমিশন এই আইনে গার্হস্থ্য হিংসার প্রতিকার সম্বন্ধে অত্যন্ত আশাবাদী ছিল। কিন্তু আমরা দেখছি আইনটি পাশ হলেও এবং রাজ্য সরকার প্রাথমিক কিছু ব্যবস্থা নিলেও আইনটি কার্যকরী হওয়ার পথে বহু বাধা রয়েছে। এ বিষয়ে সমাজের চিরাচরিত দৃষ্টিভঙ্গী একটি প্রধান বাধা। যাঁরা আইনটিকে কার্যকরী করবেন সেই সব আধিকারিক, পুলিশ প্রশাসন, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, আইনজীবী এবং বিচার ব্যবস্থা কোনো কিছুই এই চিরাচরিত ধারণাগুলির পুরোপুরি উর্দ্ধে নয়। এই ধারণাগুলিকে কাটিয়ে আইনটিকে নারীর প্রকৃত প্রতিকারে লাগাবার জন্য চাই ব্যাপক সচেতনতার প্রসার। আমরা সমাজকল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় ১০টি জেলায় এমন একটি সচেতনতা কর্মসূচি শুরু করেছি। এছাড়াও ১০টি জেলায় এই আইনে যে কেসগুলি আসছে তার একটি প্রাথমিক ডাটাবেস তৈরি করার কাজ চলছে। দীর্ঘদিন আমরা বলে এসেছি মেয়েদের স্থানান্তরণ যদি নিরাপদ না করা যায় তাহলে নারীপাচারের ক্রমবর্দ্ধমান সমস্যাকেও রোধ করা যাবে না। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে পঞ্চায়েত দপ্তরের সহায়তায় নিরাপদ স্থানান্তরণের একটি পাইলট প্রজেক্ট আমাদের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে হয়। বর্ত্তমানে পঞ্চায়েত দপ্তর ১০টি পাচারপ্রবণ জেলায় এই কর্মসূচিকে প্রসারিত করতে আগ্রহী হয়েছে। আমরা আশা করি আমাদের এই সব কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আমরা আগামী দিনের কমিশনের জন্য নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কিছু নিশানা রেখে যেতে পারবো।

## প্রাক্-আইনি পরামর্শদান কেন্দ্রের সমাধান করা কিছু কেসের বিবরণী

**কেস নং—১ ঃ** আবেদনকারিণী গত বছর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর থেকেই স্বামী, শাশুড়ি ও ননদের দ্বারা অত্যাচারিত হতে থাকেন। অত্যাচারের মাত্রা বাড়লে আবেদনকারিণী বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। আবেদনকারিণী শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর সাথে সুষ্ঠুভাবে সংসার করার আশায় কমিশনের দ্বারস্থ হন। কমিশন থেকে উভয়পক্ষের সাথে তিনবার যৌথ আলোচনা করা হয়। আলোচনাতে উভয়পক্ষ সংসার করতে রাজী হন। বর্তমানে উভয়ে কমিশনের তত্ত্বাবধানে আছেন।

**কেস নং—২ ঃ** আবেদনকারিণীর গত ২০০১ সালে বিবাহ হয়। বিবাহের পর থেকেই অমানুষিক অত্যাচার শুরু হয়। আবেদনকারিণী বাধ্য হয়ে বাপের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। আবেদনকারিণী সন্তান সংসার রক্ষা করতে কমিশনের দ্বারস্থ হলে কমিশন থেকে ১ বার যৌথ আলোচনায় বসা হয়। আলোচনাতে আবেদনকারিণীর স্বামী নিজের ভুল স্বীকার করেন এবং স্ত্রী ও সন্তানকে কমিশন থেকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যান।

**কেস নং—৩ ঃ** আবেদনকারিণীর স্বামীর প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও আবেদনকারিণীকে না জানিয়ে বিবাহ করেন। বিবাহের পর কন্যা সন্তান জন্মালে অত্যাচার শুরু করেন। আবেদনকারিণী বিষয়টি থানায় জানালেও সমস্যাটি মেটেনি। আবেদনকারিণী কমিশনের দ্বারস্থ হলে কমিশন থেকে উভয়পক্ষের সাথে আলোচনায় বসা হয়। আলোচনাতে আবেদনকারিণীর স্বামী মাসিক ৩০০০ টাকা দিতে সম্মত হন।


**ড. মালিনী ভট্টাচার্য** *সভানেত্রী*
বি-২/৩, ব্লক-২, ফেজ-১, কে.এম.ডি.এ. আবাসন
৩৯এ, পি.জি.এম. শাহ্ রোড, কলকাতা-৯৫
দূরভাষ : ২৪২২-৪৬৪৬

**ড. রমা দাস** *সহ-সভানেত্রী*
৯/২এ, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯, দূরভাষ : ২২৪১-৩১১৭

**শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি** *সদস্য*
৪৮/১০, সুইস পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৩৩
দূরভাষ : ২৪২৪-৫০৫৪

**শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল** *সদস্য*
গ্রাম : নং ৬, চরাবিদ্যা
পোঃ অঃ : চরাবিদ্যা, থানা : বাসন্তী
জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগণা
দূরভাষ : ৯৩৩১৯৭৫৩৬৩

**শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য** *সদস্য*
৫০/১, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩১, দূরভাষ : ২৪১৫-৫১১০

**শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস** *সদস্য*
গ্রাম ও পোঃ অঃ : সুবর্ণপুর
জেলা : নদিয়া-৭৪১ ২৪৯
দূরভাষ : ০৩৪৭৩২৩৩৫২৮

**শ্রীমতী দেবযানী সেনগুপ্ত (দেব)** *সদস্য*
মানিকতলা গভঃ হাউসিং এস্টেট,
ব্লক-ই, ফ্ল্যাট নং-৮, কলকাতা-৭০০ ০৫৪
দূরভাষ : ২৩৫৫-৪৩০৯/৬৬০০

**শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু** *সদস্য*
গ্রাম : খিরিট্টা
পোঃ অঃ : পোরাই-চাঁচরা, থানা : তপন
জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর

**ড. উমা বসু** *সদস্য*
২৬সি, ড. বীরেশ গুহ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ : ২২৯০-৪৮৩৬

**শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী** *সদস্য*
৬/৮৮, শহিদনগর, কলকাতা-৭০০ ০৭৮
দূরভাষ : ৯৪৩৩৩-৪৮৮৭৫, ২৪১৫-৭৬২৯

**শ্রী সমরেন্দ্রনাথ কোলে** *সদস্য সচিব*


[ মহিলা কমিশনের প্রাক্-আইনি পরামর্শদান সেল সোমবার থেকে শনিবার ১১টা—৫টা খোলা থাকে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো মহিলা লিখিত আকারে অভিযোগ ও অন্যান্য প্রমাণাদি সহ যোগাযোগ করতে পারেন। ]


**পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন**
১০, রেইনি পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন : ২৪৮৬-৫৩২৪/৫৬০৯
ফ্যাক্স : ২৪৮৬-৫৬০৯
ই-মেল : wbcw@vsnl.net
ওয়েবসাইট : www.wbcw.org

## আন্তর্জাতিক নারী দিবসের অনুষ্ঠান

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে সামনে রেখে ৫ মার্চ ২০১০ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন উদযাপন করল আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শতবর্ষ। নারী আন্দোলনের পুরোধা স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর সৈনিক মণিকুন্তলা সেনের স্মরণে গগনেন্দ্র প্রদর্শশালার দ্বিতলে এক পোস্টার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও নারী আন্দোলনের নেত্রী বাণী দাশগুপ্ত।

এই পোস্টার প্রদর্শনী মহিলা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সংগ্রামের ইতিহাসকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছে স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনে। ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, আবার কখনও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিবাদ, ছাত্রবিক্ষোভ, কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম সবেতেই মেয়েদের যে অংশগ্রহণ ঘটেছে, এই প্রদর্শনী সেই কাহিনিই বলল। এই সংগ্রামের অন্যতম শরিক মণিকুন্তলা সেনের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে কমিশনের অনুষ্ঠানটি নিবেদিত।

মহিলা কমিশনের প্রাক্তন সভানেত্রী অধ্যাপিকা যশোধরা বাগচী কমিশনের মুখপত্রের (ইংরাজী ও বাংলা) উদ্‌ঘাটন করলেন। এরপর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রথিতযশা আবৃত্তিকারদের আবৃত্তির পাশাপাশি বাঁশি বাজিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে মুর্শিদাবাদের মর্জিনা বেগম, নৃত্য পরিবেশন করে 'সংবেদে'র শিল্পীরা। বাংলাদেশ থেকে আগত এক অতিথি NGO POPI-র সদস্যরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

*আন্তর্জাতিক নারীদিবস*

# জেলা পরিদর্শনের রিপোর্ট

## দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিদর্শন

১২.০৩.২০১০ তারিখ শুক্রবার বেলা ৯টায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিদর্শনের প্রারম্ভে মহিলা কমিশনের সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্য উমা বসু, শ্যামলী চক্রবর্তী, ভগবতী মণ্ডল, লক্ষ্মী মুর্মু আলিপুর জেলা মহিলা সংশোধনাগার পরিদর্শনে যান। এরপর আলিপুর জেলা প্রশাসনিক ভবনে জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক (রেভিনিউ), জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক, জেলা সভাধিপতি, জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ, পঞ্চায়েত কর্মাধ্যক্ষ ও সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন মহিলা সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, জেলা লিগাল এড কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি, জেলা সমাজ কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক, প্রোগ্রাম অফিসার, প্রোটেকশান অফিসারের উপস্থিতিতে তাঁরা জেলার মেয়েদের ও শিশুদের হাল হকীকৎ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনা থেকে দেখা যায় যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিগত দু'তিন বছরে আইনি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কোনও আলোচনা সভার আয়োজন হয়নি। অন্যান্য জেলার মত এখানেও জেলাস্তরে সরকার গঠিত নারী অধিকার সুরক্ষা কমিটির সভাও অনুষ্ঠিত হয়নি। আলোচনা শেষে জেলা-প্রশাসন আমাদের জানিয়েছেন অসুবিধাগুলো দূর করে কমিটিকে কার্যকরী করার জন্য সমস্তরকম পদক্ষেপ তাঁরা গ্রহণ করবেন। গর্ভস্থ শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণ সংক্রান্ত আইন ভঙ্গ করার ঘটনা এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি বলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা (CMOH) জানান। পাচারক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে; এ্যান্টি ট্রাফিকিং সেল তৈরী হয়েছে। মহকুমা ও ব্লক স্তরে সচেতনতা শিবিরও চলছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পাচাররোধ ও পাচারকারীর শাস্তির ক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি আছে।

বিদ্যালয়ের বালিকা হোস্টেল এবং S.C., S.T. ও সংখ্যালঘু মেয়েদের পড়াশুনোর ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগসুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

NREGA-তে কর্মসৃষ্টির ক্ষেত্রে এই জেলা অনেক পিছিয়ে থাকায় মেয়েদের অংশগ্রহণও সার্বিকভাবে কম। DRDC-র পরিচালনায় স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম-স্বরোজগার যোজনার কাজ চলছে। ব্যাঙ্কের ও বিপণনের কিছু অসুবিধার প্রতিকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মহিলা কমিশনের সদস্যরা এরপর বারুইপুর মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। রাজপুর মহিলা সেবা সমিতির আশ্রয়-আবাসেও তাঁরা যান।

তারপর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা হাসপাতাল "এম. আর. বাঙ্গুর" হাসপাতাল পরিদর্শনে যাওয়া হয়। জেলা হাসপাতালে বার্ন ওয়ার্ড ও স্বল্প ব্যয়ে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি, E.C.G., স্বল্প ব্যয়ে T.B. রোগীদের চিকিৎসা করানো হয়। B.P.L. মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করানো হয়, বিশেষ করে জননী সুরক্ষা যোজনায় সমস্ত সুবিধা/পরিষেবা মেয়েদেরকে দেওয়া হয়। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে অপারেশনগুলি সম্পন্ন হয় এই হাসপাতালে।

## কোচবিহার জেলা পরিদর্শনের রিপোর্ট

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা গত ২২.০৪.২০১০ তারিখে কোচবিহার জেলা পরিদর্শনে যান। সেখানে কমিশনের সভানেত্রী, সহ-সভানেত্রী এবং সদস্যা শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য, শ্রীমতী উমা বসু এবং শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এবং মহিলা সংগঠনগুলির সাথে বৈঠক করেন। সভায় PWDVA-এর জন্য নবনিযুক্ত সুরক্ষা আধিকারিকও (P.O.) উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় জানা যায় জেলায় নারী অধিকার রক্ষা কমিটি গঠিত হলেও কমিটির কোনও বৈঠক এখনও অনুষ্ঠিত হয়নি। জেলায় পাচার প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। সুরক্ষা আধিকারিক জানান ২০০৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ৪টি গার্হস্থ্য হিংসা সংক্রান্ত কেস পাওয়া গেছে, এর মধ্যে ৩টিরই সমাধান হয়ে গেছে। DSWO জানান জেলায় বাল্যবিবাহ ও পাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য ব্লক ও সাব-ডিভিসন গুলিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। জেলায় NREGS-এ মহিলাদের অংশগ্রহণ ২৪.৪৩ শতাংশ। ৬৫টি সংখ্যালঘু স্বনির্ভর দলকে লোন দেওয়া হয়েছে।

কমিশনের প্রতিনিধিরা জেলার সংশোধনাগারের মহিলা বিভাগ, জেলা হাসপাতাল, তপসিলী জাতি ও উপজাতির ছাত্রীদের দেবীবাড়ি ছাত্রী নিবাস এবং শহীদ বন্দনা বকুল মহিলা আবাসটিও পরিদর্শন করেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে কিছু সুপারিশ কমিশনের তরফ থেকে করা হয়।

## জলপাইগুড়ি জেলা পরিদর্শনের রিপোর্ট

গত ২৩ এবং ২৪ এপ্রিল ২০১০ রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্যা শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি, শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল, শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু, ডঃ উমা বসু, শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী এবং শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য জলপাইগুড়ি জেলা পরিদর্শনে যান। ২৩.০৪.২০১০ তারিখে তাঁরা কিছু চা বাগান পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তাঁরা আলিপুরদুয়ারে SC/ST ছাত্রীদের হোস্টেলটি পরিদর্শন করেন। ২৪ এপ্রিল ২০১০ তারিখে তাঁরা জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, জেলার অন্যান্য আধিকারিক, বিভিন্ন মহিলা ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে একটি সভা করেন। এই জেলায় নারী অধিকার রক্ষা কমিটির একটি মিটিং হয়েছে। বিভিন্ন চা বাগানের মহিলা শ্রমিকদের অসুবিধা ও তার সম্ভাব্য সুরাহা, নারী ও শিশু পাচার এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত আরও অন্যান্য অপরাধ ইত্যাদি বিষয়গুলি মিটিং-এ আলোচিত হয়। মিটিং-এ এটাও জানা যায়, জেলা শিশু সুরক্ষা যোজনা শীঘ্রই আরম্ভ হতে যাচ্ছে, কিন্তু জেলায় মহিলা আবাসের সংখ্যা অত্যন্ত কম। একই দিনে অতিরিক্ত জেলা জর্জ ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ আধিকারিক ও স্বেচ্ছাসেবিক সংস্থাগুলির উপস্থিতিতে জেলার স্তরের DVA কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়াও মহিলা কমিশন হাসপাতাল ও আশ্রম হোস্টেলগুলি পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করেন।

## 'নিরাপদ স্থানান্তরণ' সংক্রান্ত আলোচনা

গত ১৭.০৩.২০১০ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিরা রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরের তৈরি 'নিরাপদ স্থানান্তরণ' সংক্রান্ত নির্দেশিকাটি নিয়ে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী শ্রী আনিসুর রহমানের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। পরে কমিশনের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে কিছু সুপারিশ তৈরি করে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীর কাছে বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে দেন। এই সুপারিশগুলি হল—

১। নিরাপদ স্থানান্তরণ সংক্রান্ত যে কর্মসূচিটি পঞ্চায়েত দপ্তর নিয়েছে, সেই কর্মসূচির মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনাকেও অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

২। এই কর্মসূচির জন্য নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলিতে ন্যূনতম পরিকাঠামোর প্রয়োজন আছে। এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ রাখা জরুরী।

৩। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনই প্রথম নিরাপদ স্থানান্তরণের কর্মসূচিটি নিয়ে পঞ্চায়েত দপ্তর প্রশাসন ও পুলিশের মধ্যে আলোচনার সূত্রপাত করে এবং প্রথম যে দু'টি জেলাতে এই কর্মসূচি পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়, সেখানে মহিলা কমিশন পরিদর্শকের ভূমিকায় ছিল, তাই এখন যে আরো কয়েকটি জেলায় এই কর্মসূচি প্রসারিত হয়েছে, তাতে অভিমুখীকরণ ও পরিদর্শনের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে মহিলা কমিশনকেও যুক্ত করলে ভাল হয়।

## 'হোম' সংক্রান্ত আলোচনাসভা

গত ১৯ এপ্রিল ২০১০ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের উদ্যোগে অ্যাকাডেমী অব্ ফাইন আর্টসের সভাকক্ষে রাজ্যের শেল্টার হোমগুলির বর্তমান অবস্থা শীর্ষক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনাসভাটিতে উপস্থিত ছিলেন নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ দপ্তর থেকে প্রধান সচিব শ্রীমতী রিনচেন টেম্পো, যুগ্ম সচিব শ্রী এন. কে. মণ্ডল, বিশেষ সচিব শ্রীমতী ভক্তি গাঙ্গুলি, ডিরেক্টর, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, কমিশনার, ডিস্এবিলিটিস্ প্রমুখ। এছাড়াও ইউনিসেফের প্রতিনিধি, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাগুলির সমাজকল্যাণ আধিকারিকরা, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, যাঁরা শেল্টার হোম চালান, তাদের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন।

শেল্টার হোমগুলি চালানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা অসুবিধাগুলি আলোচনার পর যে সুপারিশগুলি উঠে আসে সেগুলি হল—

১। সমাজকল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সঙ্গে ত্রৈমাসিক মিটিং এর আয়োজন করবেন, যাতে তাদের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় গড়ে ওঠে, যার ফলে হোম চালানোর কাজটি সহজ হয়।

২। সমাজকল্যাণ দপ্তরের ডিরেক্টরেট একটি ছোট কমিটি গঠন করবে যার সদস্যরা হোমগুলিকে নথিভুক্তকরণের পুরো পদ্ধতিটি খতিয়ে দেখে তার জটিলতা দূর করবেন।

৩। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন সমাজকল্যাণ ও স্বাস্থ্যদপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে সরকারি হাসপাতালগুলিতে পরিত্যক্ত মহিলাদের পুনর্বাসনের চেষ্টা করবে।

৪। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন সরকারি দপ্তরগুলির সঙ্গে এই ধরনের আলোচনাসভার আয়োজন সময়ে সময়ে করবে, যাতে ভবিষ্যতে শেল্টার হোমগুলির আরো উন্নতি সাধন সম্ভব হয়।

## বাংলাদেশি মেয়েদের হস্তান্তরণ

গত ০৬.০৫.২০১০ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের হোমগুলিতে থাকা বাংলাদেশি মেয়েদের হস্তান্তরণ বিষয়ক একটি সভা পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ দূতালয়ের প্রথম সচিব, IG(Special), CID, ডিরেক্টর, সমাজ কল্যাণ অধিকার, গৃহদপ্তরের আধিকারিকগণ, UNICEF-এর প্রতিনিধি এবং মহিলা কমিশনের সদস্যরা ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। কমিশনের সভানেত্রী সভার সভাপতিত্ব করেন। সভায় কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

১। SOP বা Standard Operational Procedure-টিকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে এবং সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের এ বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে।

২। বাংলাদেশি মেয়েদের বিচারাধীন, অভিযুক্ত, জানখালাস এবং নাবালিকা এইভাবে পৃথকভাবে শ্রেণীবিভাগ করে তার একটি তালিকা তৈরি করতে হবে।

৩। এই দেশ থেকে যে সব নাবালিকাকে বাংলাদেশে পাঠাতে হবে UNICEF তাদের একটি তালিকা বাংলাদেশ হাই কমিশনকে দিতে পারে।

৪। বাংলাদেশ হাই কমিশনকে অনুরোধ করা হবে যাতে তারা এই হস্তান্তরের ব্যাপারে শীঘ্র অনুসন্ধান করে কি সিদ্ধান্ত নিল তা অন্ততঃ পাঁচ মাসের মধ্যে জানায়।

৫। উভয় দেশের টাস্ক ফোর্স যাতে নিয়মিতভাবে যোগাযোগ রেখে চলে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৬। হস্তান্তর প্রক্রিয়াটিকে ত্বরান্বিত করার জন্য সমাজকল্যাণ দপ্তরের অধীনস্থ শেল্টার হোমগুলি অবশ্যই যে সব নাবালিকাকে হস্তান্তর করা হবে তাদের একটি তালিকা হোম ডিপার্টমেন্টের F.N. এবং N.R.I. শাখায় পাঠাবে।

৭। যে সব শিশু তাদের নাম ঠিকানা বলতে পারে না তাদের ছবি UNICEF-কে দেওয়া যেতে পারে।

৮। বাংলাদেশ থেকে আগত অনাথ শিশুদের সরকারের হস্তক্ষেপে বাংলাদেশের হোমে পাঠাতে হবে।

আলোচনায় ঠিক হয়, এই বিষয়ে কতটা অগ্রগতি হল তা দেখার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন পাঁচ মাস পর পুনরায় একটি বৈঠকের আয়োজন করবে এবং সেই বৈঠকে Addl. D.G. (I.B.), D.I.G. (Border) এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কোনো প্রতিনিধিকে আহ্বান জানানো হবে।

## কমিশনের হস্তক্ষেপ

### মূক ও বধির মেয়ের ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন একটি মূক ও বধির মেয়ের পুনর্বাসনের জন্য গত একবছর ধরে প্রারম্ভিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। কলকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষক খুবই য- সহকারে এই প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন। গত ১২.০৫.২০১০ তাকে কলকাতা মূক ও বধির বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছে। এই ভর্তির বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের প্রতিবন্ধী কমিশন এবং জনশিক্ষা দপ্তরের সহায়তা খুবই কার্যকরী হয়েছে।

### বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার কয়েকটি গ্রামে মহিলাদের নিগ্রহের ঘটনা সংক্রান্ত রিপোর্ট

বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত কবীরচক ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রামে মহিলারা রাজনৈতিক হিংসার শিকার হচ্ছেন এবং তাদের মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে—এই খবরের ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের সভানেত্রী, সহসভানেত্রী, সদস্যা শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি এবং শ্যামশ্রী দাস বিষ্ণুপুরে যান। সেখানে যদুভট্ট মঞ্চে তাঁরা নিগৃহীতা কিছু মহিলার সঙ্গে কথা বলেন। মহিলাদের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দ্বারা ঐ গ্রামের মহিলারা কী নৃশংসভাবে নিগৃহীত হচ্ছেন। গুরুতরভাবে জখম মহিলারা চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছেন না, শিশুদের শিক্ষা, চিকিৎসার বিঘ্ন ঘটছে। প্রয়োজনীয় কাজেও গ্রামের বাইরে তাদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না। S.P. এবং Addl. D.M., বাঁকুড়া, কমিশনের সদস্যাদের আশ্বাস দেন যে মহিলাদের সুরক্ষার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তাঁরা নেবেন।

### পার্বতী মাঝি

কমিশনের সদস্যা শ্যামলী চক্রবর্তী ও ভগবতী মন্ডল ২৯.০৩.২০১০ All Bengal Women's Union-এর সঙ্গে পার্বতী মাঝিকে দেখতে তমলুকে যান। পার্বতী মাঝিকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল। সিদ্ধান্ত হয় তাকে কলকাতায় এনে কোনও হোমে বা হসপিটালে ভর্তি করা হবে এবং তার পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পূর্ব মেদিনীপুর প্রশাসনের সাহায্যে পার্বতী মাঝিকে কলকাতায় আনা হয়। বর্তমানে বাঙ্গুর হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে।

### লিলুয়া হোম পরিদর্শন

১৮.০৩.২০১০ তারিখে কমিশন থেকে সহসভানেত্রী ডাঃ রমা দাস ও সদস্যা শ্যামশ্রী দাস, সর্বানী ভট্টাচার্য ও শ্যামলী চক্রবর্ত্তী লিলুয়া হোম পরিদর্শনে যান। এখানে প্রধান সমস্যা এই যে অনেকগুলি পদ খালি আছে। কয়েকজন ডেপুটেশনে গেছেন। আবাসিকরা ক্যারাটে শিখছেন। দুজন বিশ্বপ্রদর্শনীতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁরা সদস্যদের সামনে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করেন। কয়েকজন আবাসিকা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার আবেদন করেছেন।

### বাগনানে হোম পরিদর্শন

১৭/০৫/২০১০ এ Amta-II, Bagnan, Howrah অবস্থিত 'চিরনবীন শেল্টার হোম' পরিদর্শনে যান রাজ্য মহিলা কমিশনের সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্যা শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি, অধ্যাপিকা শ্রীমতী উমা বসু এবং শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী। ১৫/০৫/২০১০ এর *আজকাল* পত্রিকার খবর অনুসারে ঐ হোমে বমি ও ডায়েরিয়া আক্রান্ত হয়ে তিনটি মেয়ে মারা যায়। তারা প্রতিবন্ধী ছিল। কমিশন সদস্যরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সব খবর নেন ; এখনও অনেক আবাসিকা হাসপাতালে আছে বলে তাঁদের জানানো হয়। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর রান্নাঘর বন্ধ করে দিয়েছে ও পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে। এ বিষয়ে Director, Social Welfare-এর কাছ থেকে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেই রিপোর্ট চাওয়া হবে বলে ঠিক হয়।

## গার্হস্থ্য হিংসা আইন ঃ জেলা কর্মশালা

### দক্ষিণ ২৪ পরগণা

১৩.০৩.২০১০ তারিখ শনিবার আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা প্রশাসনিক সভাকক্ষে মহিলা কমিশনের সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্য উমা বসু, শ্যামলী চক্রবর্তী, সর্বানী ভট্টাচার্য, লক্ষ্মী মুর্মু, ভগবতী মণ্ডলের উপস্থিতিতে জেলাস্তরে PWDV Act নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। জেলাশাসক, অতিরিক্ত জেলাশাসক (রেভিনিউ), জেলা পুলিশ কর্তৃপক্ষ, কয়েকটি থানার আধিকারিক, জেলা লিগাল এডের প্রতিনিধি কাউন্সিলার, প্রোটেক্শান অফিসার, কয়েকজন বিচারক, শ্রী তাজ মহম্মদ এবং সার্ভিস প্রোভাইডার হিসাবে একটি NGO উপস্থিত ছিলেন। আলোচনাতে সিদ্ধান্ত হয় ৪টি মহকুমা এলাকায় PWDV Act-এর উপর আলোচনাসভা করতে হবে।

কমিশনের প্রোজেক্ট অফিসার অর্পিতা গুহঠাকুরতা উপস্থিত ছিলেন। তিনি DSWO-র সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।

### নদিয়া

গার্হস্থ্য হিংসায় নারী সুরক্ষা আইনটির প্রসার ও প্রচার সংক্রান্ত যে প্রকল্পটি পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন গ্রহণ করেছে, তার অন্তর্গত একটি সচেতনতা কর্মশালা/আলোচনাসভা'র আয়োজন করা হয়েছিল নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে গত ১০.০৪.২০১০ তারিখে। জেলাস্তরে আয়োজিত আলোচনা সভাটিতে উপস্থিত ছিলেন নদিয়া জেলার এ.ডি.এম. শ্রীমতী রশ্মি কামাল, ডি.এস.পি শ্রীমতী পাপিয়া সুলতানা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ও.সি. (মহিলা সেল) শ্রীমতী অপরাজিতা ব্যানার্জি, জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক, সুরক্ষা আধিকারিক, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, পাবলিক প্রসিকিউটার ও বিভিন্ন থানার ও.সি., আই.সি. ও এস.আই.-রা।

মহিলা কমিশনের তরফে উপস্থিত ছিলেন সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য, সদস্যা শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী ও শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল এবং প্রকল্প আধিকারিক শ্রীমতী অর্পিতা গুহঠাকুরতা।

'সুরক্ষা' আইনের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা ছাড়াও এই আইনটির সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের বিশেষ ভূমিকা ও দায়িত্ব, সুরক্ষা আধিকারিকের কাজের সুবিধার্থে বর্তমান পরিকাঠামোর সার্বিক উন্নয়ন, পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির আর্থিক অনুদানের পরিমাণ স্থির করা ইত্যাদি বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়।

## মহকুমা কর্মশালা

### গার্হস্থ্য হিংসায় নারী সুরক্ষা আইন সচেতনতা প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে গার্হস্থ্য হিংসায় নারী সুরক্ষা আইন প্রচার ও প্রসারের জন্যে যে সচেতনতা বিস্তারের প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে, তার জেলাস্তরে ৫টি কর্মশালা ছাড়াও মহকুমাস্তরে ৭টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে উত্তর ২৪ পরগনায় হয়েছে ৩টি, (বনগাঁ, ব্যারাকপুর ও বিধাননগর), হুগলি জেলায় হয়েছে ৪টি মহকুমায় (সদর, শ্রীরামপুর, চন্দননগর এবং আরামবাগ)। এই কর্মশালাগুলিতে দুটি জেলাতেই জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক ছাড়াও দপ্তরের অন্যান্য সরকারি প্রতিনিধি, সুরক্ষা আধিকারিক (হুগলি) এবং জেলা আরক্ষাবাহিনীর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে মহকুমায় প্রতিনিধিত্ব করেন সদস্য শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি ও প্রোজেক্ট অফিসার অর্পিতা গুহঠাকুরতা। জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তরের নির্দেশে কর্মশালাগুলির আয়োজনের দায়িত্বে ছিলেন সংশ্লিষ্ট জেলা দু'টির পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি। কর্মশালাগুলিতে আমন্ত্রিত ছিলেন আই.সি.ডি.এস সুপারভাইজার ও কর্মীরা, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা, আঞ্চলিক এন.জি.ও গুলির প্রতিনিধিরা, আশাকর্মীরা, পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যরা, বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষিকারা প্রমুখ।

### গার্হস্থ্য হিংসা আইনে তথ্যভাণ্ডার প্রকল্প সংক্রান্ত আলোচনা

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন এ রাজ্যে গার্হস্থ্য হিংসায় নারী সুরক্ষা আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত যে তথ্যভাণ্ডার তৈরির প্রকল্পটি গ্রহণ করেছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যৌথভাবে, তার তথ্য জোগাড় করার কাজ শেষ হয়েছে গত অক্টোবর, ২০০৯ সালে। কিন্তু যেহেতু সমস্ত তথ্যই পাওয়া গেছে শুধুমাত্র জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তর থেকে এবং কোর্টের নির্দেশগুলির প্রতিলিপি পাওয়া সম্ভব হয়নি (অনুমত্যনুসারে) তাই এই আইনের আওতায় কোর্টকেসগুলি সংক্রান্ত কোনও তথ্যই জোগাড় করা যায়নি, যার ফলে তথ্যভাণ্ডারের একটি অংশ অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

এর পর কমিশনের পক্ষ থেকে কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতির কাছে আর্জি জানানো হয়েছিল যাতে কোর্টকেস সংক্রান্ত তথ্যগুলি পাওয়া সম্ভব হয়। এর উত্তরে কলকাতা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনেরালের অফিস থেকে একটি চিঠি পাঠানো হয় যার মধ্যে এই ব্যাপারে আদালতের নির্দিষ্ট কয়েকটি মতামত জানানো হয়। এরই ভিত্তিতে গত ১৫.০৫.২০১০ তারিখে মহিলা কমিশনে একটি আভ্যন্তরীণ মিটিং হয়, যেটিতে তথ্যভাণ্ডার তৈরির ব্যাপারে কোর্টের নির্দেশগুলির বিষয়ে আলোচনা করা হয় এবং কমিশনের পরবর্তী পদক্ষেপ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মহিলা কমিশনের সভানেত্রী, সহ-সভানেত্রী ও সদস্যরা ছাড়াও মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি রুমা পাল, ডঃ ঈশিতা মুখোপাধ্যায়, ডিরেক্টর, উইমেন্স স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ গৈরিকা ঘোষ এবং কলকাতা ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকর্মীরা।

## মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে কিছু বইয়ের তালিকা

**Child Labour and Human Rights : A Perspective** by D. C. Nanjunda—Kalpaz : Delhi, 2008 । **Panchayati Raj and Empowerment of Women** by A. K. Sinha—Northern Book : New Delhi, 2004 । **Poverty and Fertility in India** by Shekhar Mukherjee—Rawat : New Delhi, 2007 । **Food, Economics and Health** by Alok Bhargava—O.U.P. : New Delhi, 2008 । **Discrimination Against Women in India : A Gender Study** by Raj Kumar and Manisana Singh—Akanksha, 2008 । **Women Domestics : Workers within Households** by Vinita Singh—Rawat : New Delhi, 2007 । **Rural Women and Development in India : Issues and Challenges** by U. Kalpagam and Jaya Arunachalam—Rawat : New Delhi, 2008 । **Women and Family : Dynamics of Mental Health in Women** by Sangeeta Rath—Mangalam : Delhi, 2009 । **Women and Peace : Chapters from Northeast India** by Anuradha Dutta and Ratna Bhuyan, *ed.*—Akanksha : New Delhi, 2008 । **Women in Islam** by Iqbul Mullick—Cyber Tech : New Delhi, 2008

## মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে বিক্রয়ের জন্য মহিলা কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনার তালিকা

**মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা,** *সম্পাদক,* যশোধরা বাগচী ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন,* মূল্য ৩০। **ধর্ষণ ও আইন,** মালিনী ভট্টাচার্য ও স্মিতা খাটোর, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন,* মূল্য ২০। **আইনি অধিকার জানুন-১ ঃ পণ দেব না পণ নেব না (পণপ্রথা নিরোধক আইন),** ভারতী মুৎসুদ্দি, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ২০। **আইনি অধিকার জানুন-২ ঃ ছেলে কি মেয়ে ? (ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়বিরোধী আইন),** মালিনী ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ২৫। **শিশুকন্যা ঃ এই সময়ে এই মুহূর্তে সমস্যা ও সহায়,** গৈরিকা ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ৫০। **পশ্চিমবঙ্গে নারী ও শিশু পাচার ঃ একটি সমীক্ষাভিত্তিক পর্যালোচনা,** সর্বাণী ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ৪০। **জাগো নারী গ্রাম জাগাও,** *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন*। **পথে বিপদে ঃ মেয়েদের নিরাপত্তা,** ভাস্বতী চক্রবর্তী, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও এবং আলাপ,* মূল্য ৬০ । **West Bengal Commission for Women : 2001-07,** Sharmistha Duttagupta, *ed., West Bengal Commission for Women,* Rs. 50/- । **In Radha's Name : Widows and Other Women in Brindaban,** Malini Bhattacharya, *Tulika Books + West Bengal Commission for Women,* Rs. 200/-

*পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষে মালিনী ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও স্পেকট্রাম অফসেট ৫, কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৩৭ থেকে মুদ্রিত।*